মার্গারিটার ভূতুড়ে স্বামী

কিশোরীদা বললেন, "হুম্। সত্যিকারের ভূতের গল্প শুনতে চাও। বায়নাটা একটু বেয়াড়া রকমের নয় কি? অনেকটা কাঁঠালের আমসত্ত্বের মত? যাহোক শোনো। ভূত সত্যি কিনা সেটা তোমরা বিচার কোরো গল্পটা শোনার পর। তবে গল্পটা সত্যি। আমার নিজের জীবনেরই ঘটনা এটা। পনেরো ষোল বছর আগের কথা। আমি তখন একটা বিলিতী কোম্পানীর পাটনার ব্রাঞ্চে কাজ করি। সে কোম্পানী কবে লাটে উঠে গেছে। তবে যখনকার কথা বলছি, তখন ভিতরের খবর জানে না কেউ। বাইরের চাকচিক্য হাঁকডাক দস্তুর মত বজায় ছিল তখনও। সেই কোম্পানীই কজন কর্মীকে স্পন্সর্ করে বিলেত পাঠালো ট্রেনিং'এ, ওদেশের এতদ্জাতীয় ফার্মের কাজকর্ম দেখে কার্যদক্ষতা অর্জন করে যাতে ফিরে এসে এদেশে কোম্পানীর কাজকর্মের মান উন্নত করতে পারে। আসলে ভিতরে ভিতরে আমাদের ফার্মের নাভিশ্বাস উঠেছে তখন। শেষ দাওয়াই হিসেবেই বোধহয় হর্তাকর্তারা কেউ নিজের মগজজাত এই পরিকল্পনা খাটিয়ে দেখতে চেয়েছে।

"সে যা হোক, বাছাই করা যে ক'জনকে বিলেত পাঠানো হল, তাদের দলে আমিও পড়ে গেলাম। নিখরচায় বিদেশ যাত্রা, খোদার ছাপ্পড়-ভাঙা দান বলতে গেলে। কিন্তু ওদেশে পা দিয়েই নেশা ছুটে গেল। হাত-খরচা থাকা-খাওয়া বাবদ যে টাকা বরাদ্দ হয়েছিল, এদেশের হিসেবে তা অনেক মনে হলেও ওদেশের মাগ্যিগণ্ডার বাজারে তাতে মেরে কেটে কষ্টেসৃষ্টে কোনগতিকে জীবন ধারণই চলে শুধু, বিদেশ যাত্রার আনন্দ উপভোগ করা যায় না। এই ভাবে প্রতিপদে পাই পয়সার হিসেব রাখতে হিমসিম অবস্থা যখন, তেমন সময় বটুকবিহারীবাবুর সঙ্গে আলাপ হল। আমি তখন লণ্ডনের একটা ফার্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজকর্ম শিখছি। আমার সঙ্গে আগত আমার অন্য সহকর্মীরা বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন ফার্মে অনুরূপ শিক্ষানবীশীতে লেগেছে। লণ্ডনে আমি একা।

"এই পরিস্থিতিতে বটুকবিহারীবাবুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হৃদ্যতার পর্যায়ে পৌঁছতে দেরী হল না। শুনলাম ভদ্রলোক কি একটা বিষয় নিয়ে গবেষনা করছেন। বিষয়টা যে ঠিক কি, সে কথা ভেঙে বলেননি কোনদিনই। আমার আর্থিক বিপন্নতার কথা আঁচ করেছিলেন নিশ্চয়ই, কারণ একদিন নিজেই যেচে বললেন যে একটা সস্তা, নামমাত্র ভাড়ার বাসস্থান ওঁর জানা আছে। আমি ইচ্ছে করলেই সেখানে ঠাঁই পেতে পারি।

উৎসুক কন্ঠে শুধোলাম, 'সেটা কোথায়? কত ভাড়া?'

উনি বললেন জায়গাটা গোল্ডার্স গ্রীণে। ওঁদের বাসস্থান। বাড়ির মালিক গত হয়েছেন বহু বছর আগে। তাঁর স্ত্রী বাড়িটায় দেশী বিদেশী জনাকয়েক ভাড়াটে বসিয়েছেন। তবে ভদ্রমহিলার আর্থিক অবস্থা ভাল, বাড়িভাড়ার উপর নির্ভরশীল নন। মনটাও দরাজ। টাকাকড়ির মত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে নাজেহাল করেন না ভাড়াটেদের। বরঞ্চ তাঁর দাক্ষিণ্যে অধিকাংশ দিন নিখরচায় খানাপিনাও সেরে নেয় তারা। তবে নিষ্কন্টক শয্যা নয়, ছোটখাটো অসুবিধাও আছে কিছু। তার মধ্যে প্রধান হল ল্যাণ্ডলেডী মার্গারিটার অত্যধিক আধ্যাত্মিকতা। গরীব ঘরে হলে বদ্ধ পাগলের কোঠায় পড়তো হয়তো। কিন্তু বড়লোকের ব্যাপার, হাসিমুখে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। ব্যস, মহিলার পাগলামিটা সইতে পারলে আর চিন্তা নেই ----।

"আমি আর বৃথা কালক্ষেপ করলাম না। আমার পুরোনো বাসাবাড়ির ভাড়া চুকিয়ে তল্পিতল্পা নিয়ে বটুকবিহারীবাবুর সঙ্গে তাঁর আস্তানায় গিয়ে উঠলাম। বেশ বড় তিনতলা বাড়ি। তবে অযত্নে, অব্যবস্থায় বিপর্যস্ত হুলুস্থুল চারিদিকে। জনা আষ্টেক মেয়েপুরুষ রান্নাঘরে, লাউঞ্জে, খাবার ঘরে ঘোরাফেরা করছে। বারোভূতের বারোয়ারী ব্যাপার। তেতলায় দু'খানা ঘর। একটাতে বটুকবাবু থাকেন। পাশেরটায় হাবিজাবি জিনিষপত্তর গাদা করা থাকে। বটুকবাবুর সুপারিশে সেই ঘরখানাই জুটেছে আমার, হাবিজাবি জিনিষপত্তর সমেত।

বটুকবাবু তারি মধ্যে মেঝেতে কোনমতে একফালি জায়গা করে নিয়ে একটা স্প্রিং'এর পুরু তোষক বিছিয়ে দিয়ে সান্ত্বনার সুরে বললেন, 'একদমই ফ্রি বলতে গেলে। আর আপনি তো মশাই স্টুডেন্ট নন। তাছাড়া ক'দিনের জন্যে এসেছেন, বান্ধবী-টান্ধবীও জুটবে না এত

শীগ্গীর। ঘর দিয়ে করবেন কি? রাতে একটু গড়িয়ে নেওয়া বই তো নয়। তার জন্যে গুচ্ছের ভাড়া দিয়ে আস্ত একখানা ঘর নেওয়ার মানে হয় না। একতলায় রান্নাঘর, খাবার ঘর রয়েছে। কুকিং রেঞ্জ, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন যখন যা দরকার অসঙ্কোচে ব্যবহার করবেন। মার্গারিটা ভারি দরাজ সে সব দিকে। শুধু একটু বুঝে শুনে চলবেন। আমরা বিদেশী মানুষ মশাই। নেহাত কাজের ধান্ধায় আসা। এদের ব্যাপারে নাক গলিয়ে লাভ নেই। চোখ কান বুঁজে ক'টা মাস কাটিয়ে দিন। ফরেন এক্সচেঞ্জ বাঁচবে, জিনিষপত্তর কিনে কেটে নিয়ে যেতে পারবেন ----।'

"তা মাসকয়েক না হোক, হপ্তাকয়েক ছিলাম সেখানে। ওবাড়ির বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় গড়ায়নি বেশীদূর। ভোরবেলা ডিমসিদ্ধ আর কর্নফ্লেক্স খেয়ে কাজে যাই, রাতে ফেরার পথে রাস্তার মোড় থেকে 'ফিশ্ এণ্ড চিপস্' কিনে নিই। ছুটিছাটার দিনে বেরিয়ে পড়ি এখানে সেখানে - সিনেমা, আর্ট গ্যালারী, কিউ গার্ডেন, কভেন্ট গার্ডেন, হিপোড্রোম, ম্যাডাম টুসো, প্ল্যানেটেরিয়াম।

"বটুকবাবুর পরামর্শ শুনে আর কিছু না হোক, টাকাকড়ি কিছু থাকছে হাতে, নিজের খেয়াল খুশি মত খরচ-পত্তর করতে পারছি কিছু কিছু। ফলে বাইরেই কাটে বেশীর ভাগ সময়। ঘর মানে রাতটুকুর আস্তানা শুধু। তাছাড়া ঘর তো গুদোম ঘর, শুধুমাত্র বটুকবাবুর এনে দেওয়া পুরু তোষকখানাই আমার এলাকা, কাজেই ইচ্ছে করলেও জাগ্রতাবস্থায় বাড়িতে থাকার সুবিধে নেই। বাড়ির অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে মুখ চেনা পরিচয়টুকুই হয়েছে কেবল, বটুকবাবুর সাবধানবাণী স্মরণ করেই আরও তফাতে থেকেছি। ল্যাণ্ডলেডী মার্গারিটার সঙ্গে আলাপ পরিচয় একেবারে এড়ানো যায়নি অবশ্য। ভদ্রমহিলা বাড়ির যেখানে সেখানে যখন তখন আবির্ভূতা হন আর ভাড়াটেদের যাকে সামনে পান পাকড়ে ধরে আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা শোনান। একবার খপ্পরে পড়লে সহজে নিস্তার নেই। জিঞ্জার ওয়াইন আর হেজেলনাট-কেকের পরিবর্তে এক দেড় ঘন্টা ধরে এক তরফা আধিভৌতিক আলোচনা শুনে কানের পোকাই শুধু নয়, মাথার ঘিলুও নড়ে যাবে। আর আমার মত আনাড়ি গোবেচারা হলে তো কথাই নেই। ওঁর কুক্ষিগত হয়ে ডিনার টেবিল অবধি ধাওয়া করতে হবে ভূতুড়ে সংলাপের জের টেনে।

"একদিন এমনই কথাবার্তার ফাঁকে মার্গারিটা হঠাৎ একটু থেমে দম নিলো।

তারপর এদিক ওদিক চেয়ে গলা নামিয়ে বললো, 'আত্মা যে সত্যিই আছে এবং ইচ্ছে করলে আত্মপ্রকাশও করতে পারে দেহ-বেশ-বাস ধারণ করে একথা মানো তো?'

হুঁ হাঁ করে মাথা নাড়লাম। মহিলা নিজের ঢিলে জামার মধ্যে হাত চালিয়ে কি একটা বার করে আমার হাতে ধরিয়ে দিল। চিনেমাটির চ্যাপটা একটা চাকতি মতন। তাতে একমুখ দাড়ি মাঝ বয়সী একজন লোকের ছবি। চাকতিটা আসলে একটা লকেট। মার্গারিটার গলার হারের সঙ্গে আটকানো। আমার হাতে সেটা ওভাবে গুঁজে দেবার তাৎপর্য বুঝলাম না।

তবু ভদ্রতার খাতিরে একটু নেড়েচেড়ে দেখে ফেরৎ দিয়ে বললাম, 'অপূর্ব! এটা কি?'

লকেটের লোকটির পরিচয় জিজ্ঞেস করলাম না। কারণ লোকটা যদি ওর স্বামী না হয়, তবে সে কেচ্ছা আমার মত ক্ষুদ্র আদার ব্যাপারির জেনে লাভ?

"মার্গারিটা আমার কাছে সরে এসে ফিস্ ফিস্ করে বললো, 'কাল পীটারকিন এটা আমায় দিয়েছে। শুক্কুরবারে শুক্কুরবারে আসে ও।'

'এখানে থাকেন না বুঝি?'

মার্গারিটা বিষণ্ণ মুখে বললো, 'না। জানো, বিয়ের পর আট বছরে এক দিনের তরেও দূরে থাকিনি আমরা। আট বছর পর সেই ভয়ানক এ্যাকসিডেন্টটা হল ----।'

'সেকি? কি হল?'

'বড়দিনের জাঁকজমক দেখতে শহরে গেছিলাম। সোহো'র কাছে একটা থেমে থাকা ভ্যানের সঙ্গে ধাক্কা খেলো আমাদের গাড়ি। আমি বাঁচলাম কিন্তু আমার পীটারকিন বাঁচলো না।'

আমার আশ্চর্যচকিত মুখের দিকে চেয়ে মহিলা আবার বললো, 'জানি তুমি বুঝবে এ কথা। বিশ্বাসও করবে। এদেশের লোকেদের মধ্যে বিশ্বাস নামের জিনিসটা আর নেই। কিন্তু তোমরা প্রাচ্যের লোকেরা অনেক কিছু জানো, বোঝো। মৃত্যু যে আসলে এক জায়গা থেকে অন্য

জায়গায় যাওয়া, এক অবস্থার থেকে অন্য অবস্থায় আসা শুধু, একেবারে শেষ হয়ে যাওয়া নয়, এ তথ্য এরা জানে না। তাই এদের বললে ভাববে পাগলের প্রলাপ এ সব।'

"বটুকবাবুর সতর্কবাণী ও শর্ত মনে করে মনে মনে কাঠ হয়ে অমায়িক মুখে বললাম, 'না না, তা কেন।'

মার্গারিটা উৎসাহিত হয়ে বললো, 'চার বছর আগে ভেবেছিলাম পীটারকিন বুঝি চিরদিনের মত চলে গেল আমায় ছেড়ে। কিন্তু তা তো নয়। আবার তো ফিরে এলো সে। আসে বারে বারে। তবে এখানে পাকাপাকি ভাবে থাকতে পারে না আগের মত। ওদের ওখানকার নিয়ম কানুন বড় কড়া। তবু প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ আসতে দেয়। মাঝে মাঝে সামান্য কিছু উপহারও আনে আমার জন্যে।'

'হাই মার্গারিটা। এনিথিং লেফ্‌ট্‌ ফর মি?'

শ্যামবর্ণ দীর্ঘকায় আগন্তুক ঝুঁকে প্লেট থেকে এক ফালি কেক তুলে তাতে কামড় বসিয়ে চিবোতে চিবোতে বললো, 'এ্যাণ্ড হাউ আর ইউ টু-ডে?'

আমি অনেকক্ষণ ধরে উসখুস্‌ করছিলাম, কিন্তু কি করে যে মহিলার হাত থেকে উদ্ধার পাবো কিছুতেই মাথায় আসছিল না।

এই বার সুযোগ বুঝে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আচ্ছা, আমি তবে এখন আসি।'

মার্গারিটা ততক্ষণে নবাগতকে নিয়ে পড়েছে। লোকটার আসল নাম জানি না। দোতলার ভাড়াটে। সবাই 'স্যাণ্ডি' বলে ডাকে ----।

"বাড়িটা বড় হলেও খুব একটা সুবিধেজনক নয়। আটজন ভাড়াটের জন্যে কুল্যে একটা বাথরুম। তাও সেই এক তলায়। মাঝ রাতে বিছানা থেকে বেরিয়ে ঠাণ্ডায় হি হি করতে করতে অতগুলো সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামা এমনিতেই সুখকর নয়। তার উপর সারা বাড়ি জুড়ে ব্ল্যাক আউট, শুধু একটা টিমটিমে নীল বালবের ক্ষীণ আলো জ্বলে ল্যাণ্ডিংএর মাথায়।

বটুকবাবুর কাছে এ কথার উল্লেখ করায় উনি হাত নেড়ে সংক্ষেপে বললেন, 'উপায় নেই মশায়। ভূতুড়ে অভিসারের উপচার এ সব।'

প্রতিবাদ করে বললাম, 'কিন্তু সে তো শুধু শুক্কুরবার। রোজ রাতে সাড়া সিঁড়ি এরকম অন্ধকার করে রাখার মানে?'

বটুকবাবু হেসে বললেন, 'ও হরি, আপনাকেও সে সব কথা শুনিয়েছে দেখছি। পাগল মশাই, নির্ভেজাল পাগল মেয়ে মানুষ। পাগলের সঙ্গে তর্ক করতে যাবে কে? সোজা হয়তো দরজা দেখিয়ে দেবে। অন্ধকার হোক আর যা হোক এই আস্তানাটুকুর জন্যেই লণ্ডনের যে কোন জায়গায় দেড়ে মুষে এক কাঁড়ি টাকা আদায় করে নেবে আপনার কাছ থেকে - দেশের হার্ড-আর্ন্ড ফরেন এক্সচেঞ্জ। সেই কথা মনে করে মুখ বুঁজে থাকুন ----।'

"অতএব মুখ বুঁজে ছিলাম। কভেন্ট গার্ডেনে আগাম টিকিট বুক করে রেখেছি। ট্রান্সিস্টার কিনেছি। মায়ের জন্যে একটা হেভি গ্রাইণ্ডার-কাম-মিক্সারের খোঁজ নিচ্ছি। মশলা বাটার হাত থেকে তাহলে মুক্তি পায় মা। বাজার ঘুরে টুকিটাকি আরও বহু জিনিসপত্তর মনে মনে বাছাই করে রেখেছি। যাবার আগে কিনে ফেলবো সে সব। কাজেই আমার মনে দেশাত্মবোধ জাগাতে বটুকবাবুকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু কপাল মন্দ। এত করেও শেষতক টিকে থাকা গেল না সে বাড়িতে।

"সে দিন অফিস ফেরৎ কি খেয়াল হল, এক চীনে রেস্তোরাঁয় ঢুকে একটা খালি টেবিল দেখে জাঁকিয়ে বসলাম। ওয়েটারের পরামর্শ মত এবং মেনু ঘেঁটে রাশিকৃত খাবার আনালাম। অম্ল মধুর নানা রকম মাছ মাংসের কারিকুরি। সেই সঙ্গে মোক্ষম ঝাল সস্। প্রাণ বলে যাই যাই, মন বলে আরও চাই। মন প্রাণ ভরে খেয়ে দেয়ে বাড়ি ফিরলাম। মালুম দিলো ঘন্টা কয়েক পরে। রাত্রি বেলা। তেতলা থেকে সিঁড়ি ভেঙে এক তলার বাথরুমে যাই, আবার সিঁড়ি ভেঙে ঘরে ফিরে আসি। খানিক বাদে আবার একতলা মুখো হই। ইতিমধ্যে রাত্রি গভীর হয়েছে। জোরালো আলো নিভে টিমটিমে আলো জ্বলে উঠেছে সিঁড়িতে। দোতলার মুখে স্যাণ্ডির সঙ্গে মোলাকাত হল। ঘরের দরজা ফাঁক করে মাথা গলিয়ে এদিক ওদিক দেখছে।

আমাকে দেখে নীচু গলায় তর্জন করে উঠলো, 'কি করছো এখানে? এত রাত্তিরে? জানো না মার্গারিটার মানা আছে?'

গন্তব্যস্থানটা জানালাম।

'তা এই মাঝরাত্তিরে কেন? পরে যেও।'

কাঁদো কাঁদো মুখে বললাম উপায় নেই ব্রাদার। স্যাণ্ডি কি যেন চিন্তা করলো।

তারপর মাথা নেড়ে বললো, 'ও.কে., যাও। কিন্তু চট্‌পট্‌ কাজ সেরে ঘরে ফিরে যাবে চুপচাপ। আর যেন ঘর থেকে বেরিও না।'

বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

"হঠাৎ বাইরে থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে এলো। দামী 'গিভেঞ্চি' সেন্টের সুগন্ধ। মনে পড়লো মার্গারিটা বলেছিল ওর স্বামী পীটারকিন নাকি এই সুগন্ধি ব্যবহার করতো। এখনও করে। ইহলোক থেকে বোতল বোতল 'গিভেঞ্চি' সাপ্লাই করে মার্গারিটা। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। আজই তো শুক্রবার। পীটারকিনের অভিসার রজনী। গন্ধটা আরও তীব্র হয়ে উঠলো। বাথরুমের দরজা ফাঁক করে বাইরে তাকালাম। ও পাশের প্যান্ট্রি থেকে জবরজং পোষাক পরা দাঁড়িওলা এক শেতাঙ্গ পুরুষ বেরিয়ে এসে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগলো। এদিক পানেও ফিরে দেখলো একবার। আর তক্ষুনি আমার মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল। মাত্র মুহূর্তখানেক হবে। তার মধ্যেই লোকটা মিলিয়ে গেল ভোজবাজির মত। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উপরে সিঁড়িতে দড়াম করে একটা আওয়াজ এবং আর্তনাদ হল।

"দুদ্দাড় করে দরজা খুলে ভাড়াটেরা বেরিয়ে এলো যে যার ঘর থেকে। মার্গারিটার মিহি গলার বিলাপ শোনা গেল। ব্যাপারটা যে কি, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ঘটনাস্থলে পৌঁছতে সব মিলিয়ে মিনিট চার পাঁচ দেরী হয়েছিল বড় জোর। গিয়ে দেখি তিন চারজনে মিলে ধরাধরি করে স্যাণ্ডিকে ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। বাকীরা মার্গারিটাকে সন্তর্পণে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার কামরায়। কি ব্যাপার? কি হয়েছে?

আমার পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের উত্তরে বটুকবাবু দাড়ি নেড়ে বললেন, 'জনি ডাক্তারকে ইমার্জেন্সি কল দিতে গেছে। ডাক্তার এলে বোঝা যাবে।'

আমি বটুকবাবুর হাতের দাড়ি গোছার পানে অনিমেষ চোখে হতবাক হয়ে চেয়ে রইলাম সম্মোহিতের মত। অন্য প্রশ্ন জোগালো না আর।

"ডাক্তার এলো। পুলিশও। জানা গেল স্যাণ্ডি ঘাড় মটকে মারা গেছে। সিঁড়ি থেকে পড়েই সম্ভবত, তবে সেটা পা হড়কে অকস্মাৎ পতন নাকি অন্য কারও কারসাজি, সে তথ্যের পুষ্টির জন্যে তদন্ত চলবে এখন। সেটা পুলিশের কাজ। ডাক্তার স্যাণ্ডিকে ছেড়ে মার্গারিটাকে নিয়ে পড়লো। শুনলাম বটুকবাবুর হাতে দাড়ি দেখে বেহুঁশ হয়ে দড়াম করে পড়ে গেছিল মার্গারিটা। সামান্য চোট লেগেছে গায়ে, তবে আসল এবং মোক্ষম চোট তার মনে এবং সেটা দাড়ি ঘটিত। এখন প্রশ্ন হল বটুক বাবু দাড়ি পেলেন কোথায়। উনি তো ওসবের ধার ধারেন না। বটুকবাবু বললেন দাড়িটা স্যাণ্ডির গালে ছিল। নকল দাড়ি। ভাল করে আটকায়নি হয়তো কিংবা হুমড়ি খেয়ে পড়ার সময় টান লেগে আলগা হয়ে গেছিল। বটুকবাবু হাত দিয়ে ধরতেই ওঁর হাতে উঠে এসেছে সবসুদ্ধু।

"পুলিশ ও ডাক্তার ঘটনাস্থলের কর্মকর্তা তখন। আমরা ভাড়াটেরা হলঘরে জড়ো হয়ে চাপা গলায় উত্তেজিত ভাবে আলাপ আলোচনা করছি। ব্যাপারটা আকস্মিক হলেও তলায় তলায় এ ধরনের একটা কিছু আছে, এটা যেন মনে মনে জানতাম সকলেই। মার্গারিটার খোলামেলা দরাজ খুশি খুশি হাব ভাব এবং উদ্ভট কথাবার্তা সত্ত্বেও বদ্ধ পাগল সে মোটেও নয়। পুরো ব্যাপারটা যে তার কপোলকল্পিত, ভূতের সঙ্গে মনে মনে কাল্পনিক প্রেম চালিয়ে যাচ্ছে এবং স্রেফ তারই জোরে এমন সরস সতেজ রেখেছে দেহমন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এখন প্রশ্ন হল স্যাণ্ডির পক্ষে ভূত সেজে তাকে এতদিন ধরে লাগাতার ভাঁওতা দেওয়াই বা কি করে সম্ভব শুধুমাত্র একরাশ দাড়ি আর গিভেঞ্চির উগ্র গন্ধকে সম্বল করে (স্যাণ্ডির বাক্স প্যাঁটরা খানা তল্লাসী করে বড় এক বোতল সেন্ট খুঁজে পেয়েছে পুলিশ। এই মাত্র উঁকি মেরে দেখে এসেছি আমরা)? কিংবা মার্গারিটা হয়তো বরাবরই ব্যাপারটা জানতো। এবং তার স্বীকৃতিও ছিল আগাগোড়া। নানারকম গল্প কথার রঙ চড়িয়ে নাটক নভেলের মত রোমাঞ্চকর কাহিনী খাড়া করেছিল নিজেকে ঘিরে। সোজাসুজি ভাড়াটের সঙ্গে রাত্রি যাপনের চেয়ে প্রেমের জোরে পরলোক থেকে পতির পবিত্র প্রেতাত্মাকে টেনে আনা ঢের বেশী শ্রেয়, ঢের বেশী ভদ্রোচিত।

"কিন্তু সত্যিই যদি মার্গারিটা তলে তলে সব কিছু জেনে শুনে বাইরে ন্যাকা সেজে থাকতো, তবে বটুকবাবুর হাতে স্যাণ্ডির গালখসা দাড়ি দেখে হঠাৎ ও ভাবে পতন ও মূর্ছার মানে কি? আর এই যে ডাক্তার এই

মাত্র রায় দিল যে মার্গারিটার শোক এবং শক এমন সাংঘাতিক বাঁক নিয়েছে যে তাকে পত্রপাঠ হাসপাতালে না পাঠালে জীবন সংশয় হবে তার! কিছুই ঠিকমত বোঝা গেল না। বটুকবাবু যা বলেছিলেন, 'মশাই, আমরা হলাম গিয়ে আদার ব্যাপারি ----।'

"ব্যাটারসীতে একটা সস্তা ঘর ভাড়া করে তল্পিতল্পা নিয়ে উঠে গেলাম। মিক্সিটা আর কেনা হল না। আমার মা সেকেলে মানুষ। সারাজীবন শিল-পাটা বিছিয়ে উবু হয়ে বসে তাল তাল মশলা বেটে অভ্যস্ত। বুড়ো বয়সে মিক্সি টিক্সি কি আর ধাতে সইতো তার! এমনিতেই বিজলীর জিনিষে মার দারুণ ভয় ছিল।"

কিশোরীদা অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। শ্রোতারা উসখুস করতে লাগলো। কিশোরীদা তবু নীরব।

সনৎ শুধোলো, "তারপর?"

কিশোরীদা ক্ষীণ বিস্ময়ে ভুরু বাঁকালেন।

সবাই একজোটে প্রশ্ন ছুঁড়লো, "তারপর কি হল কিশোরীদা?"

কিশোরীদা বিরস কন্ঠে বললেন, "আরও মাস দুয়েক লণ্ডনে কাটিয়ে দেশে ফিরে এলাম। আমার বিলিতী ফার্মে মোটা মাইনের অফিসার হবার খোয়াব ঘুচিয়ে দিয়ে সেই ফার্মই লালবাতি জ্বেলে পাততাড়ি গুটোলো। শেষ অবধি চামচিকের পাখী হওয়া হল না আর।"

"কিন্তু আপনি যে বললেন ভূতের গল্প? ভূত কোথায়?"

কিশোরীদা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চারি পাশে দেখে নিয়ে গলা নামিয়ে চুপি চুপি বললেন, "তোমরা হয়তো গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দেবে। বলবে সেই টিমটিমে আলোয় আমার দেখার ভুল সেটা। কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি সে রাত্রে বাথরুমের দরজা ফাঁক করে একতলায় সিঁড়ির কাছে যাকে দেখেছিলাম সে মার্গারিটার মৃত স্বামী পীটারকিন, স্যাণ্ডি নয়।"